ছোট মুখে বড় কথা

[শিশু নাটক]

রণজিৎ পুরকায়স্থ

(সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু পথশিশু, যারা অনাথ বা পারিবারিক বিশৃঙ্খলায় ছিন্নমূল হয়ে এটি ভাঙা পরিত্যক্ত গ্যারেজে আশ্রয় নিয়েছে। এরা কেউ কাজ করে রেস্টুরেন্ট-এ, কেউ মানুষের বাড়ি, কেউ বা ভিক্ষা করে। জীবনের অভিজ্ঞতায় এরা বয়সের তুলনায় প্রবীন। অর্থ বা লোকবল না থাকলেও প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ। পরিত্যক্ত এই গ্যারেজটিই তাদের প্রাণের আস্তানা, তারা পটলী, বল্টু, ঘন্টু, দেড় ব্যাটারী, হান্টার, লক্ষী, সাবিত্রী, ময়না)।

(রাতের দৃশ্য। সবাই ঘুমাচ্ছে বা উদ্যোগ নিচ্ছে। বল্টুর নাক ডাকায় এদের ঘুম আসেনা। ময়না নিয়ে চুপি চুপি দেখে যে বল্টু ভেসে ভেসে ঘুমাচ্ছে, শুরন্ন হয় তার উপর অত্যাচার।)

বল্টু - হই কে আমার চুলও টানছে রে (সবাই ঘুমায়)। যদি ধরতে পারি রে বাচ্চাইন টের পাওয়াইমু।

নয়না - ও মাইগো কে আমার চুল ছিঁড়ি লাইলো গো, হই কোনটায় রে। (সব দৌড়ে আসে, ঘুম থেকে উঠার ভান করে)

সবাই - কিতা হৈছে রে বল্টু

বল্টু - তোরা কৈ আছলে ?

সবাই - আমরা তো ঘুমো

বল্টু - মিছা মাত মাতবে না কইলাম, সবটি বাইরো আমার গ্যারেজ থাকি।

ময়না - তোর গ্যারেজ ? (সবাই হাসে) ভাঙা গ্যারেজ কই থাকি খুঁজিয়া পাইছলে

বল্টু - আমি তো আইন্যা জেগা দিছলাম, নাইলে এক একটা ফুটপাত খোলা আকাশের নীচে ঘুমাইতায়।

সবাই - অয় রে ভাই তুই যে উপকার করছস।

লক্ষী - আর আমি যে তোর গার গন্ধ, আর বায়ুর গন্ধ সহ্য করিয়া আছি, ওটাউ তোর ভাইগ্য।

সবাই - নারে বা তুই বিরাট ব কাজ করছস, আয় বো

ময়না - তোর পা টিপিয়া দেই,

হান্টার - তোর মাথা টিপিয়া দেই

সাবিত্রী - তোর হাত টিপিয়া দেই (হাত টিপতে যায়, চিৎকার করে বল্টু)

সবাই - কিতা হইছে, কিতা হইছে।

বল্টু - আজকে রেস্টুরেন্টও প্লেইট ধোওয়ার সময়, একটা পড়িয়া ভাঙছিল, এর লাগিয়া মালিকে কড়াই থাকিয়া গরম ছেনি আনিয়া লাগাইদিছে। (Sad music)

পটলা - কিতা অত বড় সাহস। মালিকরে একটা শিক্ষা দেওয়া লাগবো, চল দোকান - উকান ভাঙিয়া আইমু।

সবাই - চল চল।

ময়না - দাঁড়া, তারা কাজ দেয় দেখিয়া আমরা খাইয়া বাঁচিয়া আছি

ঘন্টু - শুন অতো কম পয়সায় তারা লোক কই পাইতো ?

ময়না - দাঁড়াও, এমনে হইতো নায়, তারারে অইন্য রকম শিক্ষা দিমু।

(তারা যুক্তি করে, নেপথ্যে গান বাজে)

গান

ছোট মুখে বড় কথা / বলবো বলবো / হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো
বড়দের ভুল / কেন আমরা মুখ বুজে সইবো ? সইবো সইবো তাইতো বলবো।
সবাই - Action
(রেস্টুরেন্টে দৃশ্য বল্টু আজ আসেনি তাই মালিক একা।)
মালিকনি - আজ সারাদিন একা একা রেস্টুরেন্ট চালিয়ে পরিশ্রম হয়ে গেছে। হারামজাদা বল্টুটাও আসেনি। কাল আসুক উচিত শিক্ষা দেব।
(রেস্টুরেন্টের মালিক দোকান বন্ধ করে ভূতের হামলা)
প্রথম ভূত - এই দে দিদিমনি কোথায় যাচ্ছ ?
মালিকনি - কে ভূত ? ভূ ভূ ভূ ত
ভূত-২ - আমি ভূতের বাবা ব্রহ্মদত্তি
মালিকনি - ভূত
ভূত-৩ - আমি শাকচুন্নি, ভূতের মা।
মালিকনি - তোমরা কেন এসেছো ? (কান্না)
ভূত-৪ - আমি মামদোভূত
মালিকনি - কি চাও তোমরা ?
সবাই - তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত
মালিকনি - পাপ। আমি কি পাপ করলাম ? এই তো সেদিন হরিনাম সংকীর্তনে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দিলাম।
সবাই - মানুষকে মেরে হরিনামে টাকা বিলিয়ে কি হবে রে ?
মালিকনি - কেন আমি আবার কাকে মারলাম ?
ভূত-২ - কেন বল্টু ? ও কি দোষ করেছিল ? তোর বাচ্চা ঘরের কিচু ভাঙে না ?
মালিকনি - ব ব বল্টুকে, বল্টুকেও চিনো তোমরা ?
সবাই - আমরা উপর থেকে সব দেখি।
সবাই - বল বল্টুকে কেন হাতে ছেঁকা দিয়েছিলি, (সবাই গলা টিপে ধরতে যায়)
মালিকনি - আ - আ - আ - আ (চিৎকার), ও বাবা ভূত, ও মা ভূত, ও পুঁচকে ভূত, আমি জীবনেও করবো না, আমাকে এবারের মতো মাপ করে দাও।
ভূত - ১ - তাহলে কাল থেকে বল্টুকে চিকেন বিরিয়ানি প্রতিদিন ১ প্লেইট খাওয়াবি ?
মালিকনি - খাওয়াবো, ১ প্লেইট নয় যত প্লেইট চাইবে ততো প্লেইট। ও যতো প্লেইট...
ভূত-২ - তাহলে (সকলের মাথা গুনে) ৭ পেস্নট দিয়ে দিবি।
মালিকনি - ৭ প্লেইট ! (ভয় পেয়ে) দেবো। দেবো।
ভূত-৩ - বাসন ভাঙলে ?
মালিকনি - কিচ্ছু বলবো না। কিচ্ছু না। সব ভেঙে ফেলুক।
ভূত-৪ - মনে থাকবে ?
মালিকনি - থাকবে মানে ! আমার বাপেরও মনে থাকবে, (বলে পালিয়ে যেতে চায়, পড়ে যায়, আবার দৌড়ায়) লাইট অফ
(পরের দিনের দৃশ্য। দিনের আলো। দোকানে বল্টু বসে বাসন মাজছে। মালিকনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরিয়ে

প্রবেশ)
মালিকনি - বল্টু, বাবা বল্টু তোকে আর কোনদিন বাসন মাজতে হবে না। আয়, আয় সোনা (ওড়না দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয়) এনে কাছে বসায়, আদর করে।
মালিকনি - মাংস বিরিয়ানি তোর খুব প্রিয়, তাইনা রে। দাড়া। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।
(খাইয়ে দেয়, সঙ্গে সাত প্যাকেট প্যাক করে বাড়িতে পাঠায়। হতভম্ব হয়ে বল্টু বোঝেনা কি হলো আজ মালিকের। শুধু জিজ্ঞেস করে -
বল্টু - আপনার পায়ে কি হয়েছে ?
মালিকনি - কিছু না কিছু না। বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম।
(সাত পেকেট নিয়ে বল্টু তখন মহা আনন্দে তখন মহা আনন্দ, সবাই খেতে থাকে। বল্টু হা করে দাড়িয়ে থাকে, সে কিছুই বুঝতে পারে না। গান বাজে সবাই আনন্দে নাচতে থাকে।

লাইট অফ

দ্বিতীয় দৃশ্য

(গ্যারেজে সবাই বসে গল্প করছে)

হান্টার - কিতা বে ঘন্টু আজকে কেমন কামাই হইলো ?
পটলী - আজকে কে মরছে কইয়া ভিক্ষা করলে ?
ঘন্টু - না বে আজকে মরা নায়। নতুন আইটেম।
সবাই - নতুন আইটেম ?
ঘন্টু - বাবার পাও ভাঙি গেছে, চিকিৎসা করাইতাম
ময়না - তে মানুষে দিল নি তোর বাবার চিকিৎসার খরচ ?
ঘন্টু - দাঁড়া গনি লই, (ভিক্ষা পাত্র থেকে পয়সা গুনে)
ইতা বেটা হসপিটাল নেওয়ার টুকটুক ভাড়া
সবাই - (হাসি)
ময়না - তুই তোর বাবারে দেখছসনি কোনদিন
(Sad Violin)
ঘন্টু - দেখতাম না কেনে ? রোজদিন রাত্রিবেলা, আইয়া না মারে মারতো। আর কথা কইতে পারতো না। কিতা যে খাইয়া আইতো, মাইর খাইতে খাইতে একদিন মা আমার একদিন মরিও গেলো। পুলিশে কিতা লেখিয়া নিলো। সকালে আইয়া। আর বাবাতো ওউ রাইত থাকিয়া নিখোঁজ, আর আমি পাইলামা তোরারে। (কান্না)
ময়না - কান্দিস নারে ঘন্টু। আমরার সবের জীবন এক। বড়রা ভুল করে তার শাস্তি পাই আমরা। তুইতো দুইজনেরই দেখছস কিন্তু, আমি ? জন্মের পরেই দেখলাম মা একলা। বাবা কিরকম হয় বুঝলাম না। একদিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম একটা লোক আইলো, আর মা হাসতে লোকটার লগে কই যে গেল আর আইলো না। আমি তাবুর ভিতরে একলা সারা রাইত কানতে কানতে ঘুমাইলাম। সকালবেলা মারে খুঁজতে খুঁজতে যখন পাইলাম না তখন তোরার লগে দেখা। (সবাই কাঁদে) (বল্টুর প্রবেশ)
বল্টু - কিতাবে তোমরা সব কান্দাত লাগি গেছো নি ? রোজ রোজ এক কান্দা কান্দিয়া কিতা করতায়।
লক্ষী - (নাকে ধরে) ইসস বল্টু আইয়াও ছাড়ি দিছস নানি ?

বল্টু - আমি দিসি না
সবাই - বল্টু তুই (নাকে ধরে)
সাবিত্রী - বল্টু এক কাম কর। যখন আইবো ই ক্যুরি ব্যাগ লাগাই দিবে, এরপরে বান্দিয়া বাইরে ফালাই দিবে। (সবাই হাসে)
হান্টার - ওই দেখ, দেখ (সবাই দেখে একটি লোক লুকিয়ে আবর্জনা ফেলছে)
ময়না - সব আও, (গোপনে পরিকল্পনা চলে, গান বাজে)

(লাইট অফ)

(সবাই বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক এর মুখোশ পরে লোকটিকে ভয় দেখায়, লোকটি পালিয়ে যায়)
হান্টার - তোমরা আবর্জনা ফালাইয়া চাইরোদিকে গন্ধ ছড়াইবায় আর আমরা দরবার করিয়া মররাম।

(লাইট অফ)

তৃতীয় দৃশ্য

(ভোর, মোরগের ডাক, ধীরে ধীরে আলো বাড়ছে। ময়না উঠে গান ধরে, ধীরে ধীরে গলা মেলায় পটলি)
ময়না - ঘরো এক ফোটা জল নাই বল্টুয়ে ইন বইয়া কিতা করে রে (ফন্দী কাঁটে) (দুটি বালতি নিয়ে একটি বল্টুর মাথায় পরিয়ে দেখ অপরটি নিজের)
বল্টু - কে রে
ময়না - কে রে ?
দু'জনে - কে করলো ?
ময়না - তে ঘন্টু আর পটলী
বল্টু - আজকে ঘন্টুরে শিখাইমু।
(ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত ঘন্টুকে টেনে উঠায় দুজনে মারামারি লাগে, সবাই আসে)
পটলী - আমরা রান্দা কররাম, তোরা জলের ব্যবস্থা কর
ঘন্টু - চল বন্ধু। (দুই বন্ধু চলে যায়। একটু পরে খালি বালতি নিয়ে ফিরে আসে)
ঘন্টু - ওই পটলী, জল নাইরে
বল্টু - জলের বুলে অখন অভাব। মাইকে কইয়া যার -
'পানীয় জলের অপচয় করবেন না, না হলে আপনাকে ভবিষ্যতে জলহীন থাকতে হবে।'
ময়না - আমি যে বাড়ি কাম করি, ই বাড়ির ম্যাডামে বাথরুমে ঢুকলে আর বাইর অইন না। মাইগো মাই এক ঘন্টা লাগাইয়া কিতা যে করইন বাথরুমে। আমি ঝাড়, দিয়া, ঘর মুছিয়া, রান্নার জিনিস রেডি করিয়া আইয়া দেখি তাইন তখনও বাথরুমে।
সাবিত্রী - তাইন বাথরুমও গান গাইতা আর আমরা জল না খাইয়া মরতাম
পটলী - দাড়া (Action) হইত নি ?
সবাই - ওয় হইতেই লাগবো।
(বড়লোকের বাড়ি, বাথরুমে স্নান করছেন, গান গাইছেন)
দিদিমনি - ঠান্ডা ঠান্ডা পানি সে নাহানা চাহিয়ে।
(হেরে গলায় গান, ময়না সবাইকে ডেকে পাঠায়)
ময়না - দিদিমনি দরজা খুলুন। (দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই সবাই ঘিরে ফেলে)

বল্টু - আপনি কত সময় ধরে স্নান করছেন ?
দিদিমনি - কেন সে কৈফিয়ত তোমাদের কেন দেব ? তোমরা কারা ?
পটলি - দিদিমনি আপনি যে এতো সময় ধরে স্নান করছেন তা কি ঠিক ?
দিদিমনি - আমার বাথরুম, আমার জল, আমি যত খুশি স্নান করবো।

(গান)

বল্টু - বাথরুম আপনার হতে পারে কিন্তু জলতো সবার।
দিদিমনি - তাই বলে কি আমি স্নান করবো না,
ঘন্টু - নিশ্চয়ই করবেন। বালতি, বালতি ব্যবহার করুন। দুই বালতি জলে ঠিক স্নান হয়ে যাবে, Shower ব্যবহার বন্ধ করুন।
লক্ষী - একটু আমাদের কথা ভাবুন।
দিদিমনি - আরে যা যা
ঘন্টু - এই যে দিদিমনি ভিডিও করা হয়েছে। সব ভিডিও গিয়ে সবাইকে দেখাই।
পটলী - চলরে ঘন্টু ভিডিওটা গিয়ে মানুষকে দেখাই, জল অফিসে গিয়ে বলি।
ময়না - বল্টু কি জানি মাইকে বলছিল।
দিদিমনি - রক্ষা করো, ডিলিট করো এই ভিডিও, আমি আর কোনদিন শাওয়ারে স্নান করবো না।
সবাই - মনে থাকবে, চল সবাই, (বিশেষ ভঙ্গিমায় সবাই দাঁড়ায়)
লক্ষী - বন্ধু তোর মোবাইলটা দেখিতো। (ঘন্টু দেখায় একটি কাঠের টুকরো। সবাই হাসে, লাইট অফ হয় বিশেষ জোন লাইট জ্বলে। কথা ভেসে আসে)
নেপথ্যে - এভাবেই যখন ছোট মুখে বড় কথা চলছিল যখন তারা নিজেদের মতো করে হাসি-ঠাট্টা, দুঃখ মুখের পটোয়ারা কর ভাগ বাটে করছিল তখনই আসে অনিশ্চয়তা, আবার তাদের জীবনে নেমে আসে মারির এ জটি মালিকানা পরিত্যক্ত গ্যারেজটি বদল হয়। নতুন মালিক গ্যারেজটি ভেঙে নতুন প্রসাদ গড়বেন তাই চললো উৎখাত)

লাইট অফ

(সবাই বিষণ্ণ। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে)

ময়না - আরতো ইখানে থাকতে দিতো নারে। (কান্না)
পটলী - ওয় রে ময়না, আবার হয়তো আমরা আলাদা হই যাইমু। (কান্না)
হান্টার - কার দোকানের বারিন্দাত যে জেগা নিতাম
সাবিত্রী - আমি তোরারে ছাড়া কেমনে থাকমু ?
লক্ষী - আমি তো ছোট। আমার কিতা অইব ক।
বল্টু - আমরার Action কিতা বন্ধ হই যাইবো নি ? তে তো আবার..
ঘন্টু - না Action বন্ধ হইতো নায়, যে যেখানো খারাপ কিছু দেখবায় ইখানো আইয়া জমা হইবায়, সব প্রত্যেকদিন কাম সারিয়া আইবায় দেখা করতে।
ময়না - ঠিক কইছোস (মুষ্ঠিবদ্ধ হাত। (গান) ভবিষ্যতে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার করে)

যবনিকা